দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

গ্রন্থ প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য

সংকট নিরসনে সোহরাওয়ার্দীর আদর্শ অনুসরণের আহ্বান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কিত গ্রন্থের ওপর আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বর্তমান রাজনৈতিক সংকট উত্তরণে সোহরাওয়ার্দীর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আদর্শ অনুসরণ করে সকলকে মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য পোষণের আহ্বান জানান।

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে এবং সাহিত্য প্রকাশের উদ্যোগে মাহমুদ নূরুল হুদার 'হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীঃ কাছ থেকে দেখা' গ্রন্থের ওপর আয়োজিত আলোচনা সভায় এ আহ্বান জানানো হয়।

সভায় ডঃ কামাল হোসেন বলেন, সংবিধানের জন্য জনগণ নয়, জনগণের জন্য সংবিধান। তাই বলে সংবিধানকে যেমন ইচ্ছা ছিঁড়ে ফেলা যায় না কিন্তু সংশোধন করা যায়। তিনি বেশ জোর দিয়ে বলেন, জনগণের পক্ষে, জনগণের প্রয়োজনে সংবিধানকে ১০০ বার সংশোধন করা যায়। তিনি বলেন, গণতন্ত্র সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দী ৫০ বছর আগেও যা বলেছিলেন ৫০ বছর পর আজকেও তা প্রাসঙ্গিক।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন তার আলোচনায় ডঃ কামাল হোসেনের বক্তব্যের ইঙ্গিত করে বলেন, আজকে তিনি যা বলছেন, সেটা আরো আগেই বলা উচিত ছিল। তাহলে হয়ত আজকের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর শাসনতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রশংসা করে বলেন, শাসনতন্ত্র কেবল দু'দলের সম্পত্তি নয়। তারা যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে ভাগ-যোগ করে নেবে।

বর্তমান সংকটের সমাধান প্রসঙ্গে বলেন, যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে, সেই নির্বাচনে যারা সরকার গঠন করবে তাদের দায়িত্ব হবে সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল এনে, পুনরায় সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দেয়া।

সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্ত বলেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়। তা খুবই যথার্থ। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলতে যা বোঝায় সোহরাওয়ার্দী সারাজীবন তা কেবল আত্মস্থ করেননি, নিজের সকল আচার-আচরণ ও কাজের মাধ্যমে তা প্রতিফলিতও হয়েছে। তিনি এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সমস্যা সম্পর্কে বলেন, সেনাবাহিনী দিয়ে গণতন্ত্র হয় না। আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে দেখা করলেন, এটা গণতন্ত্রের আচরণ নয়। তিনি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে পারতেন। তিনি বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানে সকলকে গণতান্ত্রিক মানসিকতা নিয়ে আলোচনায় বসার আহ্বান জানান।

গ্রন্থ আলোচনায় আরো বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সালাউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও সালমা সোবহান। অনুষ্ঠানশেষে গ্রন্থের লেখক মাহমুদ নূরুল হুদা তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।